যুগান্তর

JAN. 0? 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

কাঠমান্ডু ঘোষণা

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সন্ত্রাস দমনের অঙ্গীকার সংবলিত ৫৬ দফা কাঠমান্ডু ঘোষণা গ্রহণের মধ্যে দিয়া ৬ জানুয়ারি রোববার একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। ১১ পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ ঘোষণায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করিবার মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গড়িয়া তোলা, আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে পারস্পরিক আস্থা বাড়াইতে রাজনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র দেশসমূহের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, সার্কভুক্ত দেশসমূহের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, নারী ও শিশুদের কল্যাণ, পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় স্থান পাইয়াছে। দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ২০০৩ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হইবে। একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন লইয়া এত বেশি অনিশ্চয়তা ও নাটকীয়তা দানা বাঁধিয়াছিল যে, শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হওয়াকেই একটি বড় সাফল্য হিসাবে গণ্য করা হইতেছে। অন্যথায় কাঠমান্ডুর এইবারকার সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পরিণত হইত একটি দায়সারা গোছের নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানে। ইহাতে প্রাণচাঞ্চল্য বা উত্তেজনার কিছুটা ছিল শুধু দুই বৈরী প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া। প্রতি বৎসর সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার কথা থাকিলেও শ্রীলংকায় দশম সম্মেলন অনুষ্ঠানের তিন বৎসর পর নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে একাদশ শীর্ষ সম্মেলন হইল। নেপাল যথাসময়ে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারকে হটাইয়া দিয়া সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করিলে ভারত পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত সম্মেলনে বসিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইহাতে কাঠমান্ডু সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। পরে অনেক কাঠখড় পোড়াইয়া সম্মেলনের দিনক্ষণ স্থির করা হইলেও একের পর এক অনিশ্চয়তার কালো মেঘ জমিতে শুরু করে। স্বাগতিক দেশ নেপালের রাজপরিবারের অচিন্তনীয় ট্র্যাজেডি এবং মাওবাদী চরমপন্থীদের সশস্ত্র হামলার মুখে জরুরি অবস্থা জারি করা সত্ত্বেও নেপালের নেতৃবৃন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই শেষ পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। ডিসেম্বরে ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবন চত্বরে জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলার ফলে ভারত-পাক উত্তেজনা চরমে উঠায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন লইয়া শেষ মুহূর্তে আবার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল। তবে ভারত-পাক সীমান্তে সর্বোচ্চ যুদ্ধ প্রস্তুতি সত্ত্বেও উভয় নেতা সম্মেলনে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করায় এই সর্বশেষ অনিশ্চয়তা কাটিয়া যায়। তাহার পরও সম্মেলন একদিন পর শুরু হইয়াছে এবং সেই কারণে সম্মেলনের তিনদিনের সময়সূচি একদিন ছাঁটিয়া ফেলিয়া দুইদিন করিতে হইয়াছে। ইহার জন্যও মূলত দায়ী ছিল ভারত-পাক উত্তেজনা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ উপমহাদেশীয় জটিলতায় চীনের সমর্থন আদায়ের মানসে বেইজিং হইয়া কাঠমান্ডু যাইবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ঘন কুয়াশা অথবা অজানা কোন কারণে তিনি সময়মতো কাঠমান্ডু পৌঁছাইতে পারেন নাই। তবে একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন একেবারে নিস্তরঙ্গ ছিল এই কথা বলিবার উপায় নাই। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ নিজের ভাষণ শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রথাবহির্ভূতভাবে করমর্দনের জন্য মঞ্চে উপবিষ্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির দিকে হাত বাড়াইয়া দেন। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি প্রথমে কিছুটা হকচকিত হইলেও পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরস্পর করমর্দন করেন। এই সময় প্রেসিডেন্ট মোশাররফ বলেন যে, ইহা বন্ধুত্বের হাত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে পূর্বে প্রস্তুতকৃত ভাষণের বাহিরে যাইয়া পরোক্ষভাবে এই করমর্দনের প্রসঙ্গ টানিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বন্ধুত্বের হাত বাড়াইতে তিনি লাহোর গিয়াছিলেন, আগ্রায় পাক প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ এবং সন্ত্রাস ছাড়া অন্য প্রতিদান পান নাই। প্রেসিডেন্ট মোশাররফের উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার আহ্বান এবং প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ির অভিমানমিশ্রিত জবাব প্রমাণ করে যে, উভয় নেতা পারস্পরিক আস্থার ভিত্তি নির্মাণের সাহস দেখাইলে পাক-ভারত চরম উত্তেজনার শান্তিপূর্ণ অবসান অবশ্যই হইতে পারে। অতীতে শাটল কর্ক কূটনীতি, পিংপং কূটনীতি, লুকোচুরি কূটনীতি, টি-র‍্যাগ কূটনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাফল্যের নাটকীয় নজির রাখিয়াছে। এই তালিকায় কাঠমান্ডুর করমর্দন কূটনীতি যদি নবতম সংযোজন হয় তবে দক্ষিণ এশিয়ার সকল শান্তিকামী মানুষ স্বস্তিবোধ করিবে। এই নাটকীয় করমর্দনের ফলে যে বৈরিতার বরফ কিছুটা হইলেও গলিতে শুরু করিয়াছে তাহার লক্ষণ সম্মেলন শেষ হইবার পূর্বেই দৃশ্যমান হইয়াছে। সমাপনী অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সহিত হাত মিলাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি। সম্মেলন শেষে বাজপেয়ির হোটেল কক্ষে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ গিয়াছিলেন সৌজন্য সাক্ষাৎ করিতে। কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর চন্দ্রিকা চলিয়া আসেন। বাজপেয়ি এবং মোশাররফ তারপর একান্তে কথা বলেন। এই আলোচনায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল কি ছিল না তাহা এই মুহূর্তে বিবেচ্য নহে। বর্তমান বাস্তবতায় তাহারা যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছেন ইহাই আশার কথা। সার্কের মতো একটি ফোরাম রহিয়াছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইল। আজ হইতে ১৫ বৎসর পূর্বে অনেক প্রত্যাশাকে সঙ্গী করিয়া ঢাকায় সার্কের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু এই আঞ্চলিক জোটটি যে প্রত্যাশিত অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই ইহা বাস্তব সত্য। কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় জোটবদ্ধভাবে কল্যাণকর কিছু করিতে হইলে পাকিস্তান ও ভারতের বৈরিতার অবসান ঘটাইতে হইবে। এই বোধ সকলের মধ্যে আছে বলিয়াই সার্ক সনদে দ্বিপক্ষীয় বিষয় আলোচনার সুযোগ না থাকিলেও ভারত-পাক প্রসঙ্গের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ উল্লেখে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া কেহ আপত্তি তোলে নাই। সার্ক গঠনে বাংলাদেশের ছিল ঐতিহাসিক উদ্যোগী ভূমিকা। এই ভূমিকা অব্যাহত রাখিতে বাংলাদেশ যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাষণে তাহা যথাযথভাবে বিধৃত হইয়াছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশের ১৩০ কোটিরও বেশি মানুষের অভিন্ন কল্যাণের স্বার্থে আমরা সার্কের অগ্রগতি ও অধিকতর সংহতি কামনা করি। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, কাঠমান্ডু ঘোষণা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়া সার্ক আরও সুসংহত ও সক্রিয় হইয়া উঠিবে।